ভেষজ চাষে রায়গঞ্জে শুরু প্রশিক্ষণ শিবির

রায়গঞ্জ, ১৩ মার্চ ঃ ভেষজ উদ্ভিদ চাষে আগ্রহী মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে ২ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হল রায়গঞ্জে। মঙ্গলবার রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় এই প্রশিক্ষণের সূচনা হয়। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ভেষজ উদ্ভিদ গবেষণা ও সম্প্রসারণ বিভাগের আয়োজনে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এদিন দুপুর ১২টায় কর্ণজোড়ায় জেলাপরিষদ ক্যাম্পাসে আনন্দধারা প্রশিক্ষণ ভবনে এই শিবিরের সূচনা করেন জেলা গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প নির্দেশক সব্যসাচী রায়। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের বিজ্ঞান পরামর্শদাতা ড. সলিলকুমার গুপ্ত এবং প্রশিক্ষণ কো-অর্ডিনেটর বিজ্ঞানী ড.পি মাইতি।

২দিনের এই শিবিরে সহায়তা করছে জাতীয় মেডিসিন প্লান্ট বোর্ড। মানব শরীরের নানা অসুখে ওষুধ তৈরিতে ব্যবহার হয় এমন ভেষজ উদ্ভিদ চাষ কীভাবে হয়, কীভাবে এগুলির ব্যবহার হয়, তা শেখানোর জন্য এই কর্মশালা হয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে। হেমতাবাদ থেকে ১১ জন, গোয়ালপোখর-২ থেকে ৫ জন, করণদিঘি থেকে ৮ জন, কালিয়াগঞ্জ থেকে ৬ জন, রায়গঞ্জ থেকে ১০ জন এবং ইটাহার থেকে ৫ জন মিলিয়ে মোট ৪৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। জেলা আনন্দধারা প্রকল্প নির্দেশক সব্যসাচী রায় জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের মেডিসিন প্লান্ট বিভাগের সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের লক্ষ্য ভেষজ উদ্ভিদের চাষে আগ্রহ বাড়ানো। এই জেলার মাটি ও আবহাওয়া অনুসারে যে সব ভেষজ চাষ হতে পারে, তা নিয়ে মূলত এই প্রশিক্ষণ শিবির। ঘৃতকুমারী, কুলেখাঁড়া, তুলসী, আয়াপন, কালমেঘ প্রজাতির ভেষজ এই জেলায় চাষের জন্য উপযুক্ত।

গাজোলে দুই লরির সংঘর্ষে আহত ২

গাজোল, ১৩ মার্চ ঃ দুটি লরির সংঘর্ষের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে গাজোলের কদুবাড়ি মোড়ের ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। এই ঘটনায় আহত হন ২ জন চালক। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, এদিন সকালে একটি মাল বোঝাই গাড়ি মালদা থেকে রায়গঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় অপর একটি লরিও গাজোল থেকে রায়গঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ওঠার সময় দ্বিতীয় লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে প্রথম লরিটিকে। আওয়াজ ও খবর পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। আহত ২ জনকে চিকিৎসার জন্য গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসে গাজোল থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে লরি ২টিকে আটক করে পুলিশ। তবে পুলিশের বক্তব্য, হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ মেলেনি ওই ২ লরিচালকের।

লরির পিছনে ধাক্কা ছোটো গাড়ির

হিলি, ১৩ মার্চ ঃ দাঁড়িয়ে থাকা একটি পণ্য বোঝাই লরিকে পিছন থেকে ধাক্কা মারল একটি ছোটো গাড়ি। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে হিলি ব্লকের ধলপাড়া ব্রিজের কাছে। ছোটো গাড়ির চালক সামান্য আহত হয়। পরে পুলিশ গিয়ে ছোটো গাড়িটিকে আটক করে থানায় আনে। এপ্রসঙ্গে হিলি থানার ওসি টাসি থিরিং শেরপা জানান, লরিটি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে। চালকও সামান্য আহত হয় বলে জানান ওসি।

তপনে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু বধূর

তপন, ১৩ মার্চ ঃ ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই গৃহবধূর নাম কুশিরা এক্কা (৩৬)। তাঁর বাড়ি গঙ্গারামপুর থানার আউশা পঞ্চগ্রামে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকেলে তপন থানার রামপুর মহেন্দ্র এলাকায়।

জানা গেছে, এদিন বিকেল ৫টা নাগাদ রেললাইনের ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন কুশিরা। মুহূর্তের মধ্যে বালুরঘাট শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি ডাউন এক্সপ্রেসটি চলে আসে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ট্রেনটির সঙ্গে ধাক্কা লাগে কুশিরার। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে রামপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ অরুণ সোমের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে।

মালদায় অনশনরত চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন কংগ্রেসি বিধায়করা। ছবিটি তুলেছেন পার্থ দাস।

২৪ দিনে পড়ল চাকরিপ্রার্থীদের অনশন

আন্দোলনকারীদের দাবি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ কংগ্রেস

মালদা, ১৩ মার্চ ঃ মালদায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে রাজ্য সরকার। নিয়োগের বিরোধিতা করে সরকারপক্ষ সরাসরি কোর্টে চলে যাওয়ায় বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে রয়েছে। মঙ্গলবার এমন অভিযোগ করলেন মোথাবাড়ির বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন। প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগের দাবিতে ২০০৯-১০ সালের চাকরিপ্রার্থীদের অনশন মঙ্গলবার ২৪ দিনে পড়ে। এদিন অনশনকারীদের সঙ্গে দেখা করেন কংগ্রেসের ৩ বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন, ইশা খান চৌধুরি, আসিফ মেহেবুব এবং ইংরেজবাজার পুরসভার বিরোধী দলনেতা নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি প্রমুখ। পরে তাঁরা মালদার জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে অনশনকারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার আবেদন করেন।

২০০৯-১০ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্য জুড়ে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। মালদা জেলাতেও ১৩৩১টি পদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করে মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। একবছরের মধ্যে সমস্ত জেলাতেই নিয়োগ হয়ে গেলেও বাকি থেকে যায় মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪পরগনা এবং হাওড়া জেলা। ২০১১ সালে তৃণমূল সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরে অন্যান্য জেলার পাশাপাশি মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদেও পরিবর্তন আসে। দুর্নীতির অভিযোগ তুলে জেলায় বাতিল করে দেওয়া হয় পুরাতন নিয়োগ প্রক্রিয়া। নতুন করে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয় মালদাতে। ২০১৫ সালে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। ওই বছরের ফেব্রুয়ারিতেই ইনটারভিউ নেওয়া হয়। তারপর ৩ বছর পার হয়ে গেলেও প্যানেল প্রকাশিত হয়নি। চূড়ান্ত প্যানেল প্রকাশ করার দাবিতে চাকরিপ্রার্থীরা দফায় দফায় আন্দোলন করে। কিন্তু জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের থেকে জানানো হয়, নিয়োগ নিয়ে আদালতে মামলা চলার কারণে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা যাচ্ছে না। অবশেষে ২০১৭ সালের অক্টোবরে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দ্রুত নিয়োগের নির্দেশ দেয়। কিন্তু তারপরেও শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান আশিস কুণ্ডু সেই নির্দেশ মানেননি বলে অভিযোগ। এর প্রতিবাদে এবং দ্রুত নিয়োগের দাবিতে ২০০৯-১০ সালের চাকরিপ্রার্থীরা রিলে অনশন শুরু করেন। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি মালদা শহরের গান্ধিমূর্তির পাদদেশে শুরু হয় সেই অনশন কর্মসূচি। গত ২৪ দিন ধরে চলছে সেই অনশন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীরা অনশনকারীদের সঙ্গে একাধিকবার দেখা করলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো পদাধিকারী দেখা করতে যাননি। অনশনের ২৪ দিন পর ফের আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করেন মোথাবাড়ির বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন, সুজাপুরের বিধায়ক ইশা খান চৌধুরি এবং চাঁচলের বিধায়ক আসিফ মেহেবুব। ছিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার বিরোধী দলনেতা নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি। অনশনকারীদের সমস্যা এবং দাবি নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব মালদার জেলাশাসকের সঙ্গেও দেখা করেন।

বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, ২০০৯-১০ সালের প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরিপ্রার্থীদের অনশন ২৪ দিনে পড়ল। দিনের পর দিন তাঁরা না খেয়ে দিনরাত এক করে আন্দোলন করে চলেছেন। অথচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে একবারের জন্যও তাঁদের সঙ্গে দেখা করে কোনোরকম আশ্বাসবাণী দেওয়া হয়নি। চাকরিপ্রার্থীদের দাবি করাটা কোনো ভুল নয়। কিন্তু সরকার আমলা লাগিয়ে তাঁদের সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে। আন্দোলনকারীদের প্রতি প্রশাসনের সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন। সেই আবেদন জানাতেই জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করেছি। সাবিনা ইয়াসমিন আরো বলেন, চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগে সব থেকে বড়ো বাধা রাজ্য সরকার। সরকারের পরিবর্তে তৃতীয় পক্ষ যদি এর বিরোধিতা করত, তবে লড়াই করা অনেক সহজ হত। সরকার নিজেই নিয়োগের বিরোধিতা করে আদালতে চলে যাওয়ায় সমস্যা আরো বেড়ে যাচ্ছে। এবিষয়ে বিধানসভাতে বহুবার সরব হলেও সরকারপক্ষের কোনো হেলদোল নেই বলে অভিযোগ সাবিনা ইয়াসমিনের।

হরিশ্চন্দ্রপুরে নাবালিকার বিয়ে আটকাল প্রশাসন

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৩ মার্চ ঃ বাল্যবিবাহ রোধে কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছে 'বেটি পড়াও, বেটি বাঁচাও' প্রকল্প। রাজ্য সরকারও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। বাল্যবিবাহ রোধে রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী রাষ্ট্রসংঘেও প্রশংসিত। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে দেশের কোণায় কোণায় চলছে সচেতনতা প্রচার। মালদা জেলা জুড়েও পথনাটিকা, গম্ভীরা কিংবা অন্যান্য লোকশিল্পের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার কাজ চলছে। কিন্তু তাতেও যে তেমন কাজ হচ্ছে না, তার ফের প্রমাণ মিলেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার একটি গ্রামে। সোমবার রাতে সেই গ্রামে ১৫ বছরের এক কিশোরীর বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল। সানাইয়ের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলেন পরিবারের সবাই। ভোজের পর্বও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখনই ছন্দপতন। নিজস্ব সূত্রে বাল্যবিবাহের খবর পেয়ে আসরে হানা দেয় পুলিশ। পুলিশকর্মীদের তৎপরতায় বন্ধ হয়ে যায় বিয়ে। পরে নাবালিকার পরিবারের তরফে পুলিশকে মুচলেকাও দেওয়া হয়। পুলিশ ও চাইল্ড লাইন সূত্রে খবর, চলতি বছর ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত হরিশ্চন্দ্রপুরের দুটি ব্লকের সাদলিচক, মশালদহ, ভালুকা, দৌলতনগর, সুলতাননগর, রশিদাবাদ, মালিওর ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় অন্তত ১০ জন নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, সচেতনতার অভাব ও অর্থনৈতিক সমস্যার জন্যই এধরনের ঘটনা এখনো এলাকায় ঘটে চলেছে। একই সঙ্গে তাঁদের অভিযোগ, বাল্যবিবাহ রোধে চাইল্ড লাইন সহ পুলিশ ও প্রশাসনের তৎপরতাও আগের থেকে অনেক কমে গিয়েছে।

সোমবার রাতের ঘটনাপ্রসঙ্গে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রামে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীর বিয়ে ঠিক করা হয়েছিল বিহারের আজমগঞ্জ এলাকার এক যুবকের সঙ্গে। ছাত্রীটির বয়স মাত্র ১৫ বছর। সোমবার রাতে ছিল বিয়ের লগ্ন। বিয়ের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছিল। নিজস্ব সূত্রে সেই খবর পৌঁছে যায় চাইল্ড লাইন সহ পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে। পুলিশ নিয়ে বিয়ের আসরে ছুটে যান হরিশ্চন্দ্রপুর ২-এর জয়েন্ট বিডিও সুনীল সরকার। সঙ্গে ছিলেন ব্লকের কন্যাশ্রী প্রকল্পের ডাটা ম্যানেজার আবদুল মোমিন, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার এএসআই রামচন্দ্র সাহা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। তাঁরা স্থানীয় একটি প্রাথমিক স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সহদেবচন্দ্র দাসের উপস্থিতিতে ওই নাবালিকার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের কথা মেনে ওই ছাত্রীর বিয়ে বন্ধ করতে রাজি হন তার অভিভাবকরা। মেয়ের বয়স ১৮ ও ছেলের বয়স ২১ না হলে তাঁরা আর এই বিয়ে দেবেন না বলে মুচলেকাও দেন। যদিও ওই ছাত্রীর হবু বর গোটা ঘটনাটি আগেই জেনে ফেলে আর বিয়ে করতে গ্রামে উপস্থিত হয়নি। মেয়ের বাবা ও মা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনা ঘটাবেন না তাঁরা। প্রাপ্তবয়স্ক না হলে মেয়ের বিয়ে তাঁরা দেবেন না। এদিকে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি সঞ্জীব বিশ্বাস জানিয়েছেন, সোমবার রাতে সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। গতকাল সেই খবর পেয়ে বিয়ে শুরু হওয়ার আগেই তাঁরা ওই গ্রামে পৌঁছে যান। সঞ্জীববাবুর দাবি, পুলিশি তৎপরতায় আগের তুলনায় এলাকায় বাল্যবিবাহের ঘটনা অনেকটাই কমেছে।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

দুর্ঘটনায় আহত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ছবিটি তুলেছেন অনুপ মণ্ডল।

পুরাতন মালদায় জমিতে চলছে আলু তোলার কাজ। ছবিটি তুলেছেন রেজাউল হক।

আলুচাষিদের প্রাধান্য দেওয়ার নির্দেশ প্রশাসনের

রাজশ্রী প্রসাদ ● পুরাতন মালদা

১৩ মার্চ ঃ জেলার হিমঘরগুলিতে ঠাঁই না পাওয়ায় গত বছর ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল জেলার আলুচাষিদের। এবার যাতে একই সমস্যা তৈরি না হয় সেজন্য হিমঘরগুলিকে চাষিদের প্রাধান্য দেওয়ার নির্দেশ দিল জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যেই জেলার জেলার হিমঘরগুলির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসে সেই নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়েছে। রাজ্য সরকারের নির্দেশ মতো পয়লা মার্চ থেকেই হিমঘরগুলিতে আলু সংরক্ষণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গের আলুচাষিরা এখনো পূর্ণ মাত্রায় আলু তোলার কাজ শুরু করেননি। তাই মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই ব্যাপক হারে আলু তোলার কাজ শুরু হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কৃষিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আবহাওয়া খানিক বিরূপ থাকায় গতবারের তুলনায় এবছর আলুর উৎপাদন কিছুটা কম হতে পারে। তবে আলু উৎপাদনের পরিমাণ ৩ লক্ষ মেট্রিক টনের কাছাকাছি হবে বলেই অনুমান। কৃষিবিজ্ঞান দপ্তর সূত্রে জানা গেছে সাধারণত জেলায় মোট উৎপাদিত আলুর ৬০ শতাংশ হিমঘরে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। বাকি আলু হয় কৃষকেরা নিজেদের প্রয়োজনে রেখে দেন কিংবা খোলা বাজারে বিক্রি করেন। সেক্ষেত্রে এবছরও জেলার ৬টি হিমঘর দিয়ে আলুর সংরক্ষণ কুলিয়ে ওঠা যাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এমন অবস্থায় আলুচাষিরা যাতে বঞ্চিত না হন সে জন্য বন্ড বিলি করা শুরু করেছে হিমঘরগুলি। পুরাতন মালদার যোগীভুবন কোল্ড স্টোরেজ কর্তৃপক্ষের তরফে গোকুল সরকার জানা, এবছর আলুর ফলন কম হবে। কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবু প্রশাসনের নির্দেশ মেনে আমরা চাষিদের প্রাধান্য দিচ্ছি এবং বন্ড বিলি করছি। বর্তমানে মালদা জেলায় মোট ৬টি হিমঘর সক্রিয় রয়েছে। এরমধ্যে ৫টি পুরাতন মালদায় ও একটি সামসীতে। এই হিমঘরগুলির মোট ধারণ ক্ষমতা ৫৮,৫৮৪ মেট্রিক টন। গাজোলেও আগামী সপ্তাহে খুলে যেতে পারে ১৮,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নবনির্মিত গাজোল কোল্ড স্টোরেজটি। জেলার কৃষিবিপণন দপ্তরের আধিকারিকদের আশা, ওই হিমঘরটি ২০ মার্চের মধ্যে খুলে গেলে আর কোনো অসুবিধে হবে না। যদিও এতে খুব একটি আশ্বস্ত হতে পারছেন না জেলার আলুচাষিরা। পুরাতন মালদার ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের আলুচাষি সুরেন রাজবংশি, নিমাই তুরিয়া জানান, হিমঘরে আলু রাখতে বন্ডের জন্য ঘুরলেও এখনও জায়গা পাননি। বেশিরভাগ হিমঘরেই এখন থেকেই ঠাঁই নেই অবস্থা। প্রশাসন ও হিমঘর কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের পরেও আলুচাষিদের চিন্তা কমাতে পারে কিনা এখন সেটাই দেখার।

দোকানদার, কর্তৃপক্ষের বিবাদে সংকটে বারুণী মেলা

বিপ্লব হালদার ● গঙ্গারামপুর

১৩ মার্চ ঃ বারুণী মেলায় দোকান বসানোকে কেন্দ্র করে মেলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিক্রেতাদের বিতর্কের জেরে উত্তেজনার সৃষ্টি হল। মেলায় আসা বহু দোকানদার মালপত্র গুটিয়ে নিয়ে চলে যাওয়ায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এলাকার মানুষের মধ্যে। মেলা বসানোর দাবিতে সরব হয়েছেন মানুষজন। ঘটনায় পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

জানা গেছে, গঙ্গারামপুর শিববাড়ির বারুণী মেলা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কথিত আশে বাণ রাজার আমল থেকে শিববাড়িতে বারুণী স্নানের মেলা হয়ে আসছে। সময়ের সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলেবরে বৃদ্ধি পেয়েছে মেলাটিও। প্রতিবছরের মতো এবছরও আগামী বৃহস্পতিবার থেকে মেলা শুরু হওয়ার কথা। সেই মতো জেলা সহ জেলার বাইরের বিভিন্ন এলাকা থেকে মনোহরি দোকান, মিষ্টি, তেলেভাজা, জামাকাপড়, ব্রেকড্যান্স, নাগরদোলা সহ বিভিন্ন দোকানপাসার। অভিযোগ মেলায় আসা দোকানদারের সঙ্গে মেলা কর্তৃপক্ষের মেলা বসানো নিয়ে আলোচনা হলেও নতুন দোকানদারদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ৩ হাজার টাকা দাবি করে। কিন্তু তাঁরা দিতে অস্বীকার করলে মেলা কর্তৃপক্ষ মেলা থেকে দোকান নিয়ে চলে যেতে বলে। এদিন সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে মেলায় আসা দোকানদার মালপত্র গুটিয়ে ফিরে যেতে শুরু করেন। এরপরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন অন্যান্য দোকানদার ও স্থানীয় বাসিন্দারা। এনিয়ে সরব হন তাঁরা। এদিন সকাল থেকে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

কুশকারী এবং জগদীশপুর থেকে দোকান নিয়ে আসা দোকান মালিক পলাশ দেবনাথ ও বাবু মিয়াঁ মণ্ডলরা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই মেলায় দোকান নিয়ে আসি। এবার এসেছিলাম দোকান নিয়ে। তাঁরা অভিযোগ করে বলেন, আমাদের সঙ্গে মেলা কর্তৃপক্ষের ঠিক হয়েছিল জায়গা বাবদ ৮০ টাকা হাত। কিন্তু কিছু নতুন দোকানদার দোকান নিয়ে আসায় মেলা কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ৩ হাজার টাকা দাবি করে। এই বাজারে ৩ হাজার টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। ৩ হাজার করে টাকা না দিলে মেলা কর্তৃপক্ষ দোকান বসাতে দেবে না। আমাদের বলা হয় না পোষালে চলে যেতে। তাই আমরা দোকান নিয়ে চলে যাচ্ছি। তাঁরা বলেন, এতে আমাদের ভীষণ ক্ষতি হয়ে গেল।

স্থানীয় বাসিন্দা টুপাই সাহা, কৃষ্ণ সাহার অভিযোগ, শিববাড়ি বারুণী মেলাটি দীর্ঘদিনের। বাপ-ঠাকুরদারা এই মেলায় দোকান দিতেন। স্থানীয় বাসিন্দা হিসাবে আমরাও এই মেলায় দোকান দিই। কিন্তু মেলা কর্তৃপক্ষ নতুন দোকানদারদের কাছ থেকে ৩ হাজার করে টাকা অতিরিক্ত দাবি করে। যা দোকানদারদের দেওয়া সম্ভব নয়। ৩ হাজার টাকা না দিলে দোকানদারদের চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাই দোকানদাররা ইউনিয়নগতভাবে চলে যাচ্ছে। এর ফলে ঐতিহ্যবাহী মেলা নষ্ট হতে বসেছে। তাই আমাদের দাবি সুষ্ঠুভাবে যাতে মেলাটি হয়।

এপ্রসঙ্গে মেলা কমিটির পক্ষে অশোক নন্দী বলেন, বিষয়টি সেরকম নয়। আমরা বলেছিলাম পুরোনো দোকানদাররা বসার পর জায়গা ফাঁকা থাকলে নতুন দোকানদারদের বসানো হবে। কিন্তু তার আগেই আমরা দেখতে পাই পুরোনো দোকানদারদের জায়গায় অনেক নতুন দোকানদার বসেছে আমাদের না জানিয়ে। তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে কেউ কেউ বলেন, আত্মীয়র দোকান দেওয়া জায়গাতে বসেছি। ৩ হাজার টাকা করে জমা দিতে হতে পারে, এটাকে কিছু মানুষ ভুল ব্যাখ্যা করেছে।

গঙ্গারামপুরে বারুণী মেলার আগে চলছে প্রস্তুতি। ছবিটি তুলেছেন চয়ন হোড়।

ভুটভুটি থেকে পড়ে আহত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

বুনিয়াদপুর, ১৩ মার্চ ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে ভুটভুটি থেকে পড়ে গিয়ে আহত হল এক ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটল মঙ্গলবার বুনিয়াদপুরে। আহত ছাত্রীর নাম আয়েশা পারভিন (১৬)। বাবার নাম মোজাহার আলি। বাড়ি বংশীহারী ব্লকের তালপুকুর গ্রামে। সে নারায়ণপুর হাইস্কুলের ছাত্রী তার মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র পড়েছে বুনিয়াদপুর হাইস্কুলে। এদিন সকাল সওয়া ১১টা নাগাদ সে অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে ভুটভুটিতে চেপে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাচ্ছিল। দ্রুতগতিতে ভুটভুটি চলার কারণে পুরোনো বাসস্ট্যান্ডের কাছে বুনিয়াদপুর কালিয়াগঞ্জ রাজ্য সড়কে ভুটভুটি থেকে সে পড়ে গিয়ে আহত হয়। তাকে দ্রুত রশিদপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসক গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করে। সেখানে প্রাথমিক শুশ্রূষার পর হাসপাতালেই তার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে, মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয়দিন ইংরেজি পরীক্ষা শান্তিতেই সমাপ্ত হয়েছে। প্রতি পরীক্ষাকেন্দ্রে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এদিন পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার মুখে দৌলতপুর হাইস্কুলের ছাত্রদের হাতে কলম তুলে দিল টিএমসিপি। এদিনের নেতৃত্বে ছিলেন তৃণমূল নেতা গণেশ প্রসাদ।

গঙ্গারামপুরে পরীক্ষাকেন্দ্রে অসুস্থ ছাত্রী

গঙ্গারামপুর, ১৩ মার্চ ঃ ইংরাজি পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ল এক ছাত্রী। ঘটনাটি গঙ্গারামপুরের। মিনারা খাতুন নামে ওই ছাত্রীকে গঙ্গারামপুর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মিনারা গঙ্গারামপুর উচ্চবিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিল। ভেনু সেক্রেটারি সুদীপ্ত সিংহকুমার রায় বলেন, সর্বমঙ্গলা উচ্চবিদ্যালয়ের মিনারা খাতুন অসুস্থ হয়ে পড়ে। হাসপাতাল থেকেই সে পরীক্ষা দিয়েছে।